R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
আকর্ষণীয় ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মূল্যে
সিমেন্টের জন্য
যোগাযোগ করুন
পঃ বঃ সরকার অনুমোদিত ডিলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৬শ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৫ই আষাঢ় বুধবার, ১৩৮৬ সাল।
২০শে জুন, ১৯৭৯ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

'গরীব মানুষের রক্তে নতুন সংবিধান লেখার' আহ্বান

বিশেষ প্রতিনিধি : ১৮ জুন রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে অনুষ্ঠিত ফরওয়ার্ড ব্লকের জনসভায় রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ 'বর্তমান সংবিধান ছিঁড়ে ফেলে গরীব মানুষের রক্ত দিয়ে নতুন সংবিধান লেখার' আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'সেই সংবিধানে উৎপাদন এবং বন্টনে সমতার কথা লেখা থাকবে। এর জন্য পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার সীমানা ছাড়িয়ে ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যে বামপন্থীদের সরকার দখল করতে হবে। সি পি এম, আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লকের জোট ছাড়াও শ্রেণী ঐক্যের ডাক দিতে হবে। এবং সেই ঐক্যকে প্রসারিত করতে হবে, তবেই পশ্চিমবঙ্গের সীমানা অতিক্রম করে সমগ্র ভারতবর্ষে নয়া জমানা গড়ে উঠবে।' কৃষিমন্ত্রী বলেন, 'আমরা সাত্তার সাহেব নই যে, দিল্লীশ্বরের কৃপায় গদীতে বসে থাকবো। আমাদের রাজ্যের নীতি আমরা ঠিক করবো; সব ব্যাপারে দিল্লী ফতোয়া জারী করবে, এ অবস্থা চলতে পারে না। সেজন্য বেশী ক্ষমতা দাবি করছে রাজ্য সরকার।' তিনি বলেন, রাজনৈতিক দেউলিয়া ও পথভ্রষ্ট মানুষ বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাতে শুরু করেছে। আমরা ৪০ কোটি টাকার কৃষি বাজেটকে ১০২ কোটি টাকায় নিয়ে গিয়েছি। সেচকর অর্ধেক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আরো কমানো যায় কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শ্যালো টিউবওয়েল প্রকল্পে কংগ্রেসী আমলের ৩৭৫ টাকা সর্বনিম্ন চারজ তুলে দিয়ে ব্যবহৃত বিদ্যুতের চারজ আদায়ের ব্যবস্থা আমরা করেছি। কংগ্রেস সরকারের কেনা কোটি কোটি টাকার অচল ও অকেজো

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ধুলিয়ানে ভূতুড়ে নামেও অনুদান ?

ধুলিয়ান, ২০ জুন– ধুলিয়ান পুরসভা শহরে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ী তৈরী ও মেরামতির জন্য দুই দফায় অনুদান বন্টন করেছেন। আরো কিছু পরিবারকে অনুদান দেওয়া হবে। অভিযোগ উঠেছে, অনুদানের অর্থ সুষ্ঠুভাবে বন্টন করা হয়নি। বামফ্রন্ট সরকারের ২৫০ ও ৫০০ টাকা বন্টনের নির্দেশ উপেক্ষা করে পুর কর্তৃপক্ষ নিজেদের খেয়াল-খুশীমত প্রথম দফায় ৫৫ টাকা ও ১১০ টাকা করে বন্টন করেন। দ্বিতীয় দফায় ৫৫ টাকা করে বন্টন করা হয়। লক্ষ্য করে দেখা গেছে, অনুদানের ২ লাখ ৬৩ হাজার টাকা যাঁদের পাওয়া উচিত ছিল, তাঁরা পাননি। বন্যায় যাঁদের বাড়ীর ক্ষতি হয়নি অথবা যাঁরা ওই অনুদান পাওয়ার যোগ্য নন, তাঁরা অনুদান পেয়েছেন। আবার একই বাড়ীর দু'জন বা তিনজনও অনুদানের টাকা পেয়েছেন। এমন কি নাবালক, শিশু, গরু-ঘোড়া ও ভূতুড়ে নামেও নাকি অনুদান বন্টন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। উদাহরণস্বরূপ জানানো হয়েছে, ৮নং ওয়ার্ডে ২৩০টি

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

একটি সংবাদ যার শিরোনাম মানায় না

জঙ্গিপুর, ২০ জুন—রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের সমস্ত টিউবওয়েলের প্লাটফরম তৈরীর ঠিকাদারী নিয়েছেন ক্ষমতাসীন একটি রাজনৈতিক দলের জনৈক সদস্য, যিনি পঞ্চায়েত সমিতির একজন হোমরাচোমরা ব্যক্তি এবং ব্লক ডেভেলপমেন্ট কমিটির টিউবওয়েল সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন। বিডিও একজন কর্মীকে ওই ঠিকাদারের কাজকর্ম সরেজমিনে তদন্ত করে রিপোরট দিতে বললে কর্মীটি নাকি গররাজি হন। কারণ সম্পর্কে জানা যায়, ঠিকাদার ব্যক্তিটি নাকি প্রথম থেকেই অফিসের কর্মীটিকে বন্দ করে বদলির মতলব আঁটলে তাঁকে বদলি ঠেকাতে রাইটারসে ছুটতে হয়। এই ঘটনায় অফিস বেশ গরম হয়ে উঠেছে। ওদিকে প্রচুর টাকা ক্ষতির আশঙ্কায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার নাকি উঠে-পড়ে লেগেছেন যাতে টিউবওয়েল প্লাটফরমের ঠিকাদারী হাতছাড়া না হয়।

ডাকঘরের গাফিলতি

জঙ্গিপুর, ২০ জুন—জঙ্গিপুর সাব-পোষ্টাপিসে টাকা জমা দেওয়ার দশ বছর পর সি টি ডি পাস বুকে জমা টাকা তুলতে গিয়ে নাজেহাল হচ্ছেন সেকেন্দ্রার একজন গ্রামবাসী। তিনি জানিয়েছেন, দশ বছরে প্রতি মাসে তিনি দশ টাকা করে জমা দিয়েছেন। এখন মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ায় টাকা তুলতে গেলে তিনি জানতে পারেন জঙ্গিপুর সাব পোষ্টাপিসে সি টি ডি পাস বুকে (নম্বর ৬৫৫০৯) দশ বছরের উল্লেখ থাকলেও বহরমপুর প্রধান ডাকঘরের পাকা খাতায় পনের বছরের উল্লেখ আছে। ফলে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও, মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার পরও তিনি টাকা পাচ্ছেন না। দিনের পর দিন তাঁকে হয়রান হতে হচ্ছে ডাকঘরের গাফিলতিতেই এমনটি হয়েছে বলে তাঁর বিশ্বাস।

এদিকে জঙ্গিপুরের ডাক বিলি ব্যবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌচেছে যে, ডাকঘরের ওপর জনসাধারণের আস্থা হারিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটায় গত এক মাস

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আরো জমি দখল

ফরাক্কা ব্যারেজ, ২০ জুন—জেলা শাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, এস ডি পি ও প্রমুখের উপস্থিতিতে পুলিশ বাহিনী নিয়ে গত বুধবার ফরাক্কা এলাকায় ফরাক্কা তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য আরো ৩০৩ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। জমির মালিকদের জমিতে শুয়ে পড়ে জমি দখল অভিযানে বাধাদানের কথা ছিল। কিন্তু প্রশাসনকে সেরকম কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি; তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ১৫৭৩ একর জমি প্রয়োজন বলে জানা গেছে।

নিহতদের সাহায্যদান

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২৭ জানুয়ারী সুতী থানার মানিকপুরে ৩৪নং জাতীয় সড়কে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় নিহত আটজনের পরিবারবর্গের প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে আর্থিক ক্ষতি-পূরণ মঞ্জুর করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর তহবিল থেকে। আর্থিক সাহায্যের জন্য আর এস পি দলের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর এই সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে বলে আর এস পি নেতা প্রদীপ নন্দী জানিয়েছেন।

শিবের দয়ায় বৃষ্টি !

অরঙ্গাবাদ, ১৯ জুন—একটানা অনাবৃষ্টির হাত থেকে উদ্ধারের আশায় সুতী থানার সাদিকপুর ও সজনীপাড়া গ্রামের ১০১ জন পুরুষ গত মঙ্গলবার সারাদিন উপোষ করে ক্ষৌরকর্ম সেরে বুধবার সকালে সূর্যোদয়ের আগে সাদিকপুর জুনিয়র হাই স্কুলের পাশে সোয়া এক হাত গর্ত খুড়ে শিবকে ডুবিয়ে রেখে সারাদিন ধরে ধরনা দেন। রাত্রি সাড়ে সাতটা নাগাদ দুটি গ্রামে বৃষ্টি নামে মুষলধারে। এ

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই আষাঢ় বুধবার, ১৩৮৬।

শুভস্য শীঘ্রম্

শুভ সংবাদ সব সময়েই হৃদ্য। মানুষ ইহার জন্য কতই না আশা-আকাঙ্ক্ষা করে। রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুরের জনসাধারণ এই শুভ সংবাদের খবরে নিশ্চয়ই আনন্দিত হইয়াছেন। তাহা হইতেছে যে এখানে ভাগীরথীতে একটি সেতু তৈয়ারী হইবে এবং খড়খড়ি সেতু সম্প্রসারিত হইবে। সংবাদটি আমাদের পত্রিকার ৬ই জুন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভাগীরথীর উপরে সেতুটি একটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। শুধু কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের যোগাযোগের জন্য নহে, প্রতিরক্ষাবিষয়ক গুরুত্ব ইহার সহিত জড়িত। এই সেতু নির্মিত হইলে পদ্মানদীর পশ্চিমতীরস্থ স্থানসমূহের সহিত সহজে যোগাযোগ করা যাইবে। সেতু না হইলে সংযোগ স্থাপনে বিলম্ব ও নানা অসুবিধার কারণ ঘটিবে। তাহা ছাড়া, স্থানীয় অধিবাসীরাও অশেষ উপকৃত হইবেন। রাত্রিকালীন কোন আপৎ দেখা দিলে হাসপাতাল, থানা প্রভৃতিতে যাতায়াত সহজ হইবে। সুতরাং ভাগীরথীর উপর রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরের মধ্যে সংযোগকারী সেতু তৈয়ারীর সম্ভাবনা আছে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অবশ্যই হৃদয়ের প্রীতিকর। সংবাদে জানা যায় যে, মাপজোক, প্ল্যান-এষ্টিমেট প্রভৃতি সম্পন্ন হইয়াছে। আনুমানিক দেড় কোটি টাকা খরচ হইবে। 'কিন্তু' এখনও যায় নাই। তাহা হইতেছে কে সেতু তৈয়ারী করিবেন, রাজ্য সরকার না কেন্দ্রীয় সরকার? এইটি যতক্ষণ চূড়ান্ত না হইতেছে, ততক্ষণ এক অস্বস্তির খোঁচা সর্বদা লাগিতেছে। ওষ্ঠে পানপাত্রে বিঘ্ন ত কম নয়। অতএব এখনও সকলে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। বহরমপুরস্থ ভাগীরথীর সেতু যে তরফ নির্মাণ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই সেতু নির্মাণের ভার গ্রহণ করুন, জনগণ উপকৃত হউক।

দ্বিতীয়তঃ খড়খড়ি সেতু সম্প্রসারণ সিদ্ধান্তটি খুবই প্রশংসনীয়। ইহার জন্য প্রায় ২৮ লক্ষ টাকা খরচ হইবে বলা হইয়াছে। খড়খড়ি সেতুটি বর্তমানে যাহা আছে, কী পরিমাণ চাপ যে প্রতিদিন সহ্য করে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাই ইহার সম্প্রসারণ খুবই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। অতএব এই দুই সেতু নির্মাণ অত্রত্য জনগণের পক্ষে শুভকর।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

ষ্ট্যাম্প ভেণ্ডারদের দাবি

আপনার বহুল প্রচারিত সংবাদ-পত্রে শ্রীঅমলকুমার পণ্ডিতের সভাপতিত্বে পরিচালিত আমাদের সভার বিবরণী যেভাবে পরিবেশিত হইয়াছে তাহাতে আমরা মর্ম্মাহত। সে কারণেই এই পত্রাঘাত করিতে বাধ্য হইলাম। আমাদের সংগঠন সরকারের কাছে যে দাবী রাখিয়াছেন তাহা আপনাদের প্রকাশিত শুধু ঐ কমিশন বৃদ্ধির দাবীই নয় আরো বহু যুক্তিপূর্ণ দাবী করিয়াছেন। সেগুলি আপনার পত্রিকায় না প্রকাশিত হওয়ায় স্বভাবতই আমাদের দাবী-দাওয়ার সমর্থনের প্রতি আপনাদের অবহেলা প্রকাশ পাইতেছে। এরূপভাবে আংশিক সংবাদ পরিবেশন নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নয়। প্রধান প্রধান দাবীর মধ্যে ছিল আমাদের জন্য (১) কমিশন বৃদ্ধি ছাড়াও বোনাস, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড ও গ্রাচুয়িটির ব্যবস্থা করিতে হইবে। (২) অন্যথায় আমাদিগকে সরকারী কর্মচারী বলিয়া স্বীকার করিয়া মাস মাহিনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৩) সুস্থাবস্থায় বাঁচার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের দাবীর পক্ষে যুক্তি হচ্ছে দেশের বর্ত্তমান দ্রব্য মূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একজন পাঙ্খাপুলারের বেতন ৪টাঃ হইতে বর্ত্তমানে ৩২৬ টাকা করা হইয়াছে, একজন করণিকের বেতন ৩৫ টাকা হইতে করা হইয়াছে ৬৫০ টাকা। কিন্তু আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে। তদুপরি লজ্জার কথা এবং একথা হয়তো সাধারণ মানুষ কেউ জানেন না যে আমাদের কমিশনের হিসাব আজও সেই অতীত যুগের টাকা আনা পাইয়ের হিসাবে করা হয়। ১৯৫৭ সালে নয়া পয়সা চালু হয়েছে, নয়া পয়সা সরকারী আদেশে পয়সা হিসাবে গণ্য হয়েছে অর্থাৎ নয়া পুরাতন হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু আমরা পড়ে আছি ১৯৫৭ সালের আগের অন্ধকারের মধ্যে। এর দ্বারা আমাদের বর্ত্তমান নাগরিকত্বের অধিকারও কি অগ্রাহ্য করা হচ্ছে না? তাই আমাদের দাবীগুলি মোটেই অযৌক্তিক নয়। আমাদের দাবীগুলি আদায় করতে হলে জনসমর্থন অবশ্যই প্রয়োজন। জন-সমর্থন আদায়ে সংযোগের মাধ্যম পত্রিকা। কিন্তু আপনাদের পত্রিকাও এ সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন গুরুত্ব দিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে না। আমার অনুরোধ দয়া করে এই প্রতিবাদ পত্রটি প্রকাশ করে আমাদের দাবীগুলির যৌক্তিকতা জনসাধারণকে বুঝবার সুযোগ ক'রে দেবেন—ফরিদ আহম্মদ, সম্পাদক, জঙ্গিপুর ষ্টাম্প ভেণ্ডারস্ এ্যাসোসিয়েশন।

গরীব মানুষের রক্তে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পাম্পসেটের ঋণভারে জর্জরিত কৃষকদের ঋণ আমরা মকুব করেছি। ব্যাঙ্কের কৃষিঋণের সুদ কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, সম্ভব হলে সুদবিহীন টাকা কৃষিক্ষেত্রে লগ্নী করা হবে। সরকারী কর্মচারী অবসর গ্রহণ করলে তার জন্য পেনসনের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু একজন কৃষক বৃদ্ধ হয়ে গেলে সমাজ, সরকার বা রাষ্ট্র কেউই তার দিকে তাকায় না। আমরা তাই বৃদ্ধ ও অক্ষম কৃষকদের জন্য আগামী বছর থেকে পেনসন ব্যবস্থা চালু করতে চলেছি।

সভায় পৌরোহিত্য করেন সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন এম এল এ ছায়া ঘোষ ও ফরওয়ারড ব্লকের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদক জয়ন্ত রায়। ছায়া ঘোষ বলেন, 'বাম নামধারী কিছু দুষ্কৃতিকারীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে পঞ্চায়েতে। গ্রামের সচেতন মানুষ তাদের চিনে নিতে পারবেন।' জয়ন্ত রায় বলেন, 'গরীব মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার আন্দোলনে প্রয়োজনে হাতিয়ার তুলে নিতে হবে।'

শিবের দয়ায় বৃষ্টি!

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

খবর দিয়ে গ্রামবাসীরা দাবি করেন, শিবঠাকুরের দয়াতেই তাঁদের গ্রাম দুটিতে বৃষ্টি নামে। ওই রাত্রে আশ-পাশের আর কোন গ্রামে বৃষ্টি হয়নি। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে গ্রাম দুটিতে আর একবার অনুরূপভাবে বৃষ্টি নামে বলেও দাবি করা হয়।

ডাকঘরের গাফিলতি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ধরে নিয়মিত ডাক না আসায় ডাক বিলি নিয়মিত হচ্ছে না। এখন দু'দিনের ডাক একদিনে অথবা সপ্তাহে মাত্র দুই বা তিনদিন ডাক বিলি হতে দেখা যাচ্ছে।

সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, লবণ-চোয়া ডাকঘরে দীর্ঘদিন ধরে দুর্নীতি চলে আসছে। পোষ্টমাষ্টার মাঝে মাঝে তিন-চারদিন আগেই প্রতিদিনের হিসেব তৈরী করে অন্যদের দিয়ে ডাক পাঠাচ্ছেন। মানি অরডার, রেজিষ্ট্রি বা আনডার সারটিফিকেট অব পোষ্টিং করতে গিয়ে ফিরে আসতে হচ্ছে। সাধারণের মানি অরডারের টাকা দিনের পর দিন আটক রেখে প্রাপককে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। চিঠি বিলির ব্যাপারেও কর্তব্যে গাফিলতির অন্ত নেই। দিন কয়েক চিঠিপত্র টেবিলে পড়ে থাকার পর উধাও হয়ে যায়। এ ব্যাপারে জঙ্গিপুরের পোষ্টাল ইনসপেকটরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোন ফল হয়নি।

ভুতুড়ে নামেও অনুদান?

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হোল্ডিং, অথচ অনুদান দেওয়া হয়েছে ৫০০টি পরিবারকে; ১১ নং ওয়ারডে ২৪০টি হোল্ডিং, অনুদান পেয়েছে ৪০০টি পরিবার। ৫নং ওয়ারড বাদে এভাবে নাকি প্রতিটি ওয়ারডেই অনুদান বন্টন করা হয়েছে। এখন এখানে বেনামে অর্থবন্টনের তদন্তের দাবি সোচ্চার হয়েছে।

সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়

রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ জুন—আজ রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে 'ওস্তাদ কাদের বকস্ মিউজিক কলেজ' নামে এক সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন শঙ্কর দাশগুপ্ত।

মেঘদূত উৎসব

জঙ্গিপুর, ২০ জুন—হরিসভা প্রাঙ্গণে হরিসভা ক্লাবের উদ্যোগে আড়ম্বরের সঙ্গে মেঘদূত উৎসব উদ্-যাপিত হয় পয়লা আষাঢ়। অনুষ্ঠানটি সকলকে আনন্দ দেয়।

মর্মান্তিক মৃত্যু

সাগরদীঘি, ২০ জুন—ইঁদুর মারা বিষ মেশানো চালকলাই ভাজা খেয়ে অনুপপুর গ্রামের আরমানী খাতুনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

মদ ও মহুয়া আটক

ধুলিয়ান, ১৯ জুন—সামসেরগঞ্জ থানার পারলালপুর চর এলাকায় আবগারী পুলিশের তৎপরতায় গত মঙ্গলবার একটি বাড়ী থেকে কয়েক মণ মহুয়া ও কিছু চোলাই মদ আটক করা হয়েছে। গৃহস্বামীসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলেও জানা গেছে। এই চরের তৈরী চোলাই মদ বাঙলাদেশ ও ধুলিয়ানে চোরাপথে চালান হয় বলে প্রকাশ।

নদীতে ডুবে মা-ছেলের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা: ধুলিয়ানে গঙ্গা পার হওয়ার সময় নৌকা থেকে এক মা ঝুঁকে পড়ে তাঁর ছেলেকে জল খাওয়াতে গিয়ে জলে পড়ে উভয়ে নিখোঁজ হন। ঘটনাটি সাম্প্রতিক।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু: ১৬ জুন বিকেলে বজ্রাঘাতে সাগরদীঘির পোপাড়ায় একজন গৃহবধূ নিহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

সংবাদ প্রকাশের ফল

জঙ্গিপুর, ২০ জুন—জঙ্গিপুর সংবাদে জঙ্গিপুর শহরে চড়া দরে কয়লা বিক্রীর খবর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ডি ওয়াই এফ এর কিছু কর্মী কয়লার ডিপোয় ডিপোয় ঘুরে সংবাদের সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে একজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন এবং ন্যায্য দামে কয়লা বিক্রীর অনুরোধ করেন। ডিপোর মালিক এর পর থেকে ন্যায্য দামে কয়লা বিক্রী করছেন। জনসাধারণ এই অভিযানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

ঠাকুরপোর হাতে বৌদি খুন

ধুলিয়ান, ২০ জুন—এ মাসের ৪ তারিখে শহরের একটি পরিবারে ঠাকুরপোর হাতে বৌদি খুন হয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে। সাংসারিক কলহ এই হত্যাকাণ্ডের কারণ বলে প্রকাশ। ঠাকুরপো আত্মসমর্পণ করেছে বলে জানা গেছে।

সকলের প্রিয় এবং
বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর
স্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা
মুর্শিদাবাদ

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

প্রকাশিত হইল
স্থানীয় কথাশিল্পী
কাজী আমিনুল ইসলাম
রচিত উপন্যাস
জীবনের রং ধূসর
এক ধারে কৃষক ও বিড়ি শ্রমিকের উপর শোষণ—অপরদিকে তাদের জীবন-সংঘাতের ছবি—এতদঞ্চলের এক বাস্তব চিত্র।
: প্রাপ্তিস্থান :
ছাত্রবন্ধু পুস্তকালয়, রঘুনাথগঞ্জ
মুরশিদাবাদ বার্তা কার্যালয়, বহরমপুর

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

বহরমপুর—ফরাক্কা ও
বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

মাছের চাষ

মাছের ভালো ফলনের জন্য জুন মাসে কী করতে হবে

বর্ষা আসছে। মাছ চাষ আরম্ভ করার এখনি প্রকৃষ্ট সময়। মাছের চারাপোনা তৈরীর জন্য 'আঁতুড় পুকুরে'র কাজ আরম্ভ করতে দেরী করবেন না। কৃত্রিম উপায়ে ডিমপোনা তৈরীর জন্য মাছের প্রণোদিত প্রজননের কাজগুলি করতে আরম্ভ করুন। নিবিড় মিশ্র চাষ করতে হলে পুকুর তৈরীর কাজ এখনি আরম্ভ করতে হবে। বাগদা, পার্শে ও ভাঙ্গন মাছের বাড় অব্যাহত রাখতে হলে পরিপূরক খাদ্য দিন।

১) 'বর্ষার প্রারম্ভ—মাছ চাষ আরম্ভ' তাই মাছ চাষীদের কাছে জুন মাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আঁতুড় পুকুর ইতিমধ্যে তৈরী না হয়ে থাকলে এখনই করুন। পুকুরে সবুজকণা ও প্রাণীকণা ভালোমতো জন্মালে বিঘা প্রতি জলে ২/৩ লাখ ভালো জাতের ডিমপোনা ছাড়া যায়। ঐ ডিমপোনা ছাড়ার একদিন আগে প্রতি বিঘা জলে ২·৪ কেজি সাবান গরম জলে ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে ৭·২ কেজি তেলের সঙ্গে মিশিয়ে জলে ছড়িয়ে দিন। এতে অবাঞ্ছিত পোকা-মাকড় মরবে। তেল সাবানের বদলে ২৮-৩০ লিটার কেরোসিন তেল ছড়িয়ে দিলেও একই ফল পাবেন। পুকুর তৈরীর ৭/৮ দিনের মধ্যেই ডিমপোনা ছাড়বেন, না হলে খাদ্যকণা কমে যাওয়ায় ভালো ফলন পাবেন না।

২) ডিমপোনা ছাড়ার পর দিন পাঁচেক পুকুরে জাল টানবেন না, তার পর মাঝে মাঝে $\frac{1}{4}$" ফাঁসের জাল টানুন এবং পরিপূরক খাদ্য দিন।

৩) মাছের প্রণোদিত প্রজননে আগ্রহী মাছ চাষীরা এখনই প্রজননক্ষম স্ত্রী-পুরুষ মাছ, পিটুইটারী গ্রন্থি, হাপা, ইনজেকশনের সরঞ্জাম সংগ্রহ করুন। বৃষ্টির দিনে জলের তাপমাত্রা ২৭°—৩০° সেন্টিগ্রেড হলে প্রজননক্ষম সমওজনের একটি স্ত্রী মাছ ও ২টি পুরুষ মাছ তুলে হাপায় রাখুন। সন্ধ্যার ঠিক আগে স্ত্রী মাছকে প্রাথমিক ইনজেকশন দিতে হবে। প্রথমে পিটুইটারী গ্রন্থি নিয়ে কাঁচের টিউবে পিষে পরিমাণমতো পরিশুদ্ধ জল দিন। এর পর কাঁচের টিউবে করে সেন্ট্রিফিউজ মেশিনে ২ মিনিট ঘুরিয়ে তলানী বাদ দিয়ে হরমোন গোলা জল সিরিঞ্জে নিয়ে মাছের পিছনের দিকে পুচ্ছ পাখনা ও পৃষ্ঠ পাখনার মাঝামাঝি জায়গায় স্পর্শ ইন্দ্রিয় বাদ দিয়ে ৬০° কোণ করে ইনজেকশন দিন। স্ত্রী মাছকে প্রতি কেজিতে ২-৩ মিলিগ্রাম হরমোন জল ইনজেকশন দিন। ৬ ঘণ্টা পর ঐ স্ত্রী মাছকে আবার কেজি প্রতি ৫-৭ মিলিগ্রাম হরমোন গোলা জল আগের বারের উল্টো দিকে ইনজেকশন দিন। এবার পুরুষ মাছ দুটিকে কেজি প্রতি ২-৩ মিলিগ্রাম হরমোন গোলা জল ইনজেকশন দিয়ে স্ত্রী মাছের সঙ্গে এক হাপায় রাখুন। ৫-৬ ঘণ্টা পর প্রজনন ক্রিয়া আরম্ভ হবে। প্রজননের ৪-৫ ঘণ্টা পর নিষিক্ত ডিমগুলি প্রতি হ্যাচিং হাপায় ২-৩ লিটার (৫০,০০০—৭৫,০০০) করে ছড়িয়ে দিন। ১ দিন পর ভিতরের হাপা সরিয়ে ফেলুন। ৩ দিন পর বাচ্চাগুলো আঁতুড় পুকুরে ফেলুন।

৪) মাছের বাড় অব্যাহত রাখতে পুকুরে সার, চুণ পরিপূরক খাদ্য আগের মতই দিন।

৫) নিবিড় মিশ্র মাছ চাষে আগ্রহী চাষীরা এখনই পুকুর তৈরী করুন। পুকুর তৈরী মানে (ক) জঙ্গল সাফ (খ) পাঁক তোলা (গ) পাড় সংস্কার (ঘ) মহুয়ার তল দেওয়া (ঙ) চুণ ও গোবর সার দেওয়া। মিশ্র চাষে প্রয়োজনীয় রূপালী রুই ও ঘেসো রুই-এর চারাপোনা সংগ্রহের জন্যে স্থানীয় মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।

৬) বাগদা, পার্শে ও ভাঙ্গন মাছের বাড় অব্যাহত রাখতে বিঘা প্রতি ৩ কেজি ইউরিয়া, ৩ কেজি সুপার ফসফেট এবং পরিপূরক খাদ্য (খৈল ৬০% + মাছের গুঁড়ো ৩০% + চালের কুঁড়ো ১০%) দিন।

মাছ চাষের বিশদ তথ্যের জন্য স্থানীয় মৎস্য বিভাগীয় অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

মুরগীর খাদ্য মিশ্রণে মাছের সংমিশ্রণ বেশী পুষ্টিকর

মুরগীর সাধারণ খাদ্য-মিশ্রণের সঙ্গে যদি মৎস্যাহারও সংমিশ্রণ করে খাওয়ানো যায়, দেখা গেছে, তাতে মুরগীর ওজন তাড়াতাড়ি বেশী হয়। অন্ধ্র রাজ্যের গুন্টুর জেলায় পশুপালন সংস্থায় এটি গবেষণা করে জানা গেছে। বিনা মৎস্য সংযোগে, মুরগীরা যে পরিমাণ খাদ্য খায়, সে তুলনায় মৎস্য সংযোগ করে খাওয়ালে খাদ্যের পরিমাণ কম লাগে। সুতরাং, মুরগীর খাদ্যে নিরামিষ প্রোটিন ছাড়াও মাছ সংযোগ করা বাঞ্ছনীয়।

আরও ডিম পেতে হলে ঃ গ্রীষ্মকালে যে সব মুরগীরা ডিম দিতে সক্ষম, ডিম দেবার পর্য্যায়ে তাদের ঘরে কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। যখন আবহাওয়া বেশী উত্তপ্ত তখন মুরগীদের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঠাণ্ডা জল খেতে দিন। উত্তপ্ত অথচ আর্দ্র আবহাওয়ার মুরগীর ঘরে যাতে প্রচুর আলো-বাতাস যায় সেদিকে নজর দিন। একটানা আলো বা বেশী ছায়ার মধ্য থাকার থেকে যে মুরগীরা আলো ও ছায়া দুটোই সমানভাবে পায় তারা বেশী ডিম দিতে সক্ষম।

—এফ আই ইউ

এ পক্ষের চাষবাস

(১লা—১৫ই আষাঢ়)

এ পক্ষ পর্যন্ত খরাপ্রবণ লাল ও কাঁকুড়ে মাটি অঞ্চলে আউশ ধানের বীজ বোনা বা চারা রোয়া চলবে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠে লাগানো আউশের ক্ষেতে বীজ বোনার ১৮-২০ দিন পরে একরে ১০ কেজি হারে এবং ৪০-৪৫ দিন পরে একরে ৫ কেজি হারে এবং রোয়া জমিতে চারা রোয়ার ১২-১৩ দিন পরে একরে ১২ কেজি হারে এবং ২৫-৩০ দিন পরে একরে ৬ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে দিন। বোনা আউশের ক্ষেতে সময়মত নিড়ান দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করুন।

এই পক্ষে আমন ধানের বীজতলা তৈরী করতে পারেন। মোটামুটিভাবে পাহাড়ী অঞ্চলে আই আর ২০, পলমন ৫৭৯ ও কালিম্পং ১ ; তরাই অঞ্চলে পলমন ৫৭৯, আই ই টি ১৪৪৪, ২২৩৩, ২৮১৫, ১১৩৬ ও ২২৫৪। আই আর ৩৬, ২০ ও ২২, জয়া, বাণী, জয়ন্তী, বিজয়া, পঙ্কজ, মাসুরী ইত্যাদি ; কাঁকুড়ে ও লালমাটি অঞ্চলে আই ই টি ৮২৬, ১৪৪৪, ২২৩৩, ২৮১৫, ১১৩৬, ২২৫৪ ও ৩২৫৭। সি-আর ১১৬-৪২ ১. রত্না পলমন ৫৭৯, জয়া, বাণী, পুসা ৩৩-৩০। সি, এন এম ৬ এবং ২৫, আই-আর ৩৬ পঙ্কজ, মাসুরী, জগন্নাথ ইত্যাদি ; পলিমাটি অঞ্চলে পলমন ৫৭৯, রত্না, পুসা ৩৩ ৩০, আই ই টি ১৪৪৪, ২২৩৩, ২৮১৫, ২৮৯৫, ২২৫৪, ১১৩৬, ৩২৫৭ এন, সি ১২৮১, সি-আর ১০১৪, ১২৬ ৪২-১, ও সি ১৩৯৩, জয়া, বিজয়া, বাণী, জয়ন্তী, আই-আর-২০ ; জলধি ১ ও ২ এবং উপকুল অঞ্চলে জয়ন্তী, আই ই টি ১১৩৬, ২২৫৪, ২৮৯৫, শক্তি, এম আর ১৫২৩ ও ১৫৫০ ইত্যাদি জাতের ধান বিশেষ উপযোগী। প্রাথমিক মাত্রার সার দিয়ে বীজতলার মাটি তৈরী করুন। শোধন করে বীজ ফেলুন। সুযোগ পেলে এ পক্ষে চারা রোয়ার কাজ শুরু করুন।

পাট ঃ

পাটের ক্ষেতে সময়মত নিড়ান ও চাপান সার দিন এবং রোগ পোকা দমন করুন।

ডাল ঃ

এ মাসে বি-১, বি-১০৫, টি ৪৪ ও টি ৫১ ও বি-৭ জাতের মুগ এবং বি ৫১৭, বি ৫২৪ প্রভৃতি অড়হড়ের বীজ বুনুন।

অড়হড়ের ক্ষেতে শেষ চাষের আগে ৮ কেজি নাইট্রোজেন ও ১৬ কেজি ফস্‌ফেট এবং মুগের ক্ষেতে ৪ কেজি ফস্‌ফেট দেওয়া দরকার।

ভারত-জার্মান
সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প
১২ বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭১
/naa

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় সাফল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১৯৭৮ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় মুরশিদাবাদ জেলার ২১ জন ছাত্রছাত্রী সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। জঙ্গিপুর মহকুমায় উত্তীর্ণ হয়েছে পাঁচজন। এদের মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ গারলস্ প্রাইমারী স্কুলেরই তিনজন—জ্যোতির্ময় বসু, অমিতাভ রায় ও শম্পা অধিকারী। বাকী দুজন—লবণচোয়া প্রাইমারী স্কুলের শ্রাবণকুমার দাস ও সাগরদীঘি প্রাইমারী স্কুলের সৌমেন শিকদার।

স্কুল-কলেজের খাতা-পত্র কাগজ-কালি-কলম-ফরম ও
যাবতীয় সামগ্রীর বিপুল আয়োজন
পঞ্চায়েতের যাবতীয় খাতা-পত্র-ফরম এবং
বিয়ে-পৈতে-অন্নপ্রাশন ও রকমারী কারডের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
পণ্ডিত ষ্টেশনারস
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

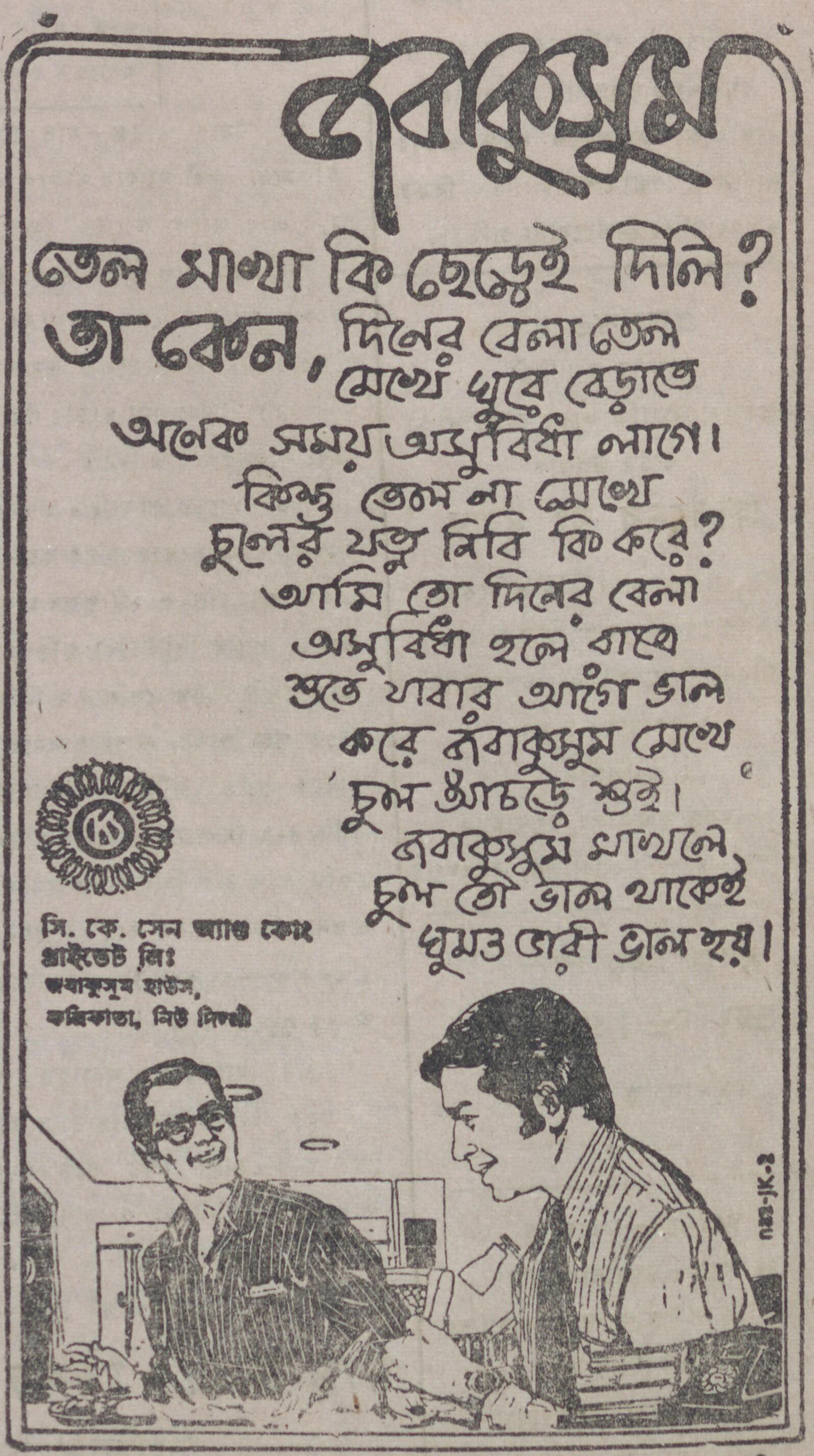

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।